এই ৩।২৯।২৫ শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকপিলদেবই বলিয়াছেন—যতদিন পর্য্যন্ত নিজ হৃদয়ে এবং সর্ব্বভূতে অন্তর্য্যামীরূপে অবস্থিত পরমেশ্বর আমাকে অনুভব করিতে না পারিবে, ততদিন পর্য্যন্ত নিজ বর্ণাশ্রম-উচিত ধর্ম্মের অবরোধে প্রতিমাতেই আমাকে অর্চ্চন করিবে। এই উক্তিতে প্রতিমা পূজার সাফল্য বলা হইবে; অবজ্ঞামাত্রই যদি এতাদৃশ দোষাবহ, তাহা হইলে সর্ব্বভূতে দ্বেষভাব যে কত দোষের—তাহা বলাই বাহুল্য। ৩।২৯।২৩ শ্লোকে ভগবান্ কপিলদেবের উক্তি যথা—

দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ।
ভূতেষু বুদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তিমৃচ্ছতি ॥

অর্থাৎ যে জন সর্ব্বভূতে অন্তর্য্যামীরূপে একমাত্র আমিই বিদ্যমান আছি —এইরূপ একত্বদৃষ্টি না থাকাতে অভিমানী হইয়া প্রাণীগণের প্রতি শত্রুভাব পোষণ করে, তাহার মন কখনও শান্তিলাভ করিতে পারে না। এই উক্তির অনুরূপ মহাভারতেও—

পিতেব পুত্রং করুণো নোদ্‌বেজয়তি যো জনম্।
বিশুদ্ধতঃ হৃষিকেশস্তস্য তূর্ণং প্রসীদতি॥

অর্থাৎ পুত্রের প্রতি করুণ পিতার মত যে ব্যক্তি কোন কাহাকেও উদ্বেগ দেয় না, সেই পবিত্র-হৃদয় ভক্তের প্রতি ভগবান্ হৃষিকেশ অতি সত্বর প্রসন্ন হইয়া থাকেন। এই প্রমাণে ভূতোদ্বেগদায়ী ভক্তের প্রতি ভগবান যে সত্বর প্রসন্ন হয়েন না, তাহা সুস্পষ্টই বুঝা যায়। ৩।২৯।২৪ শ্লোকে শ্রীকপিলদেব আরও বলিয়াছেন—অয়ি পবিত্র স্নেহময়ি জননি! প্রচুরতর গুণসম্পন্ন রাশি রাশি দ্রব্যে অনুষ্ঠিত ক্রিয়ায় প্রতিমাতে অর্চ্চিত হইয়াও প্রাণীমাত্রের নিন্দাকারীর প্রতি আমি কিছুতেই সুপ্রসন্ন হই না। এই নিন্দাকে দ্বেষের মতই বুঝিতে হইবে। অথবা—"ন তথা তপ্যতে বিদ্ধঃ পুমান্ বানেস্তু মর্ম্মগৈঃ। যথা তুদন্তি মর্ম্মস্থা হ্যসতাং পরুষেশবঃ" ॥ অর্থাৎ মর্ম্মভেদী রাশি রাশি বাণে বিদ্ধ হইয়াও মানুষ তেমন সন্তপ্ত হয় না— দুষ্টজনের মর্ম্মবিদারক রুক্ষ-বাক্যরূপ বাণে বিদ্ধ হইয়া যেমন সন্তপ্ত হয়। এই ৬।১২৩।৩ শ্লোকের ভগবদ্ভক্তি অনুসারে দ্বেষ হইতে নিন্দার দুঃখাধিক্য বলিয়াই শ্রীকপিলদেবের উক্তিতে দ্বেষের কথা উল্লেখের পর নিন্দার প্রসঙ্গ উল্লেখ করায় ক্রমভঙ্গ-দোষ ঘটে নাই। যেহেতু দ্বেষ হইতেও নিন্দা অত্যন্ত দুঃখদায়ী; এস্থলের অভিপ্রায় এই যে, সর্ব্বত্র ঈশ্বরবুদ্ধি না থাকাতে ভক্তিতে অশ্রদ্ধাবান জনের পক্ষে সর্ব্বভূতে আদরশূন্য হইয়া শ্রীভগবৎপ্রতিমা পূজাতে দোষের উল্লেখ করা হইয়াছে। অনন্তর ভক্তিতে